বাজারের মন্থর চাহিদা এবং প্রতিকূলতার মধ্যে বিড়লা কর্পোরেশন-এর ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকের নির্ণয়

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি : বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেড ডিসেম্বর, ত্রৈমাসিকে ৩.৬শতাংশ রাজস্ব হ্রাসের কথা ঘোষণা করছে। কারণ, মূল বাজারগুলিতে সিমেন্টের চাহিদা সংকোচনের সম্মুখীন। কোম্পানির লক্ষ্য যে বাজার, সেখানে সিমেন্টের চাহিদা আনুমানিক ৬শতাংশ হ্রাসের মধ্যে ত্রৈমাসিকের রাজস্ব এক বছরে ১, ৮২৩ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১,৭৫৭ লতি টাকা হয়েছে। ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে বিক্রয়ের পরিমাণ ছিল ৩.৩৫ মিলিয়ন টন, যা একবছর পূর্বে ৩.৫৫ মিলিয়ন টন ছিল , এটি ৫.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে এটি ৮৬শতাংশ হল, যা এক বছর আগে ছিল ৯২শতাংশ । এমত প্রতিকূল বাজার পরিস্থিতি সমস্ত সিমেন্ট প্রস্তুতকারকদের প্রভাবিত করলেও সেসময় বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেড প্রতি টনে ৩.৪ আয় বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। যা পূর্বের বছরের তুলনায় ৪,৭৩৯ টাকা থেকে ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে ৪,৮৯৯ টাকা হয়েছিল। এই ত্রৈমাসিকে প্রিমিয়াম এবং উচ্চশক্তির ব্লেণ্ডেড সিমেন্টের বিক্রয় হ্রাসের নিরিখে এটি নিঃসন্দেহে সংস্থার কাছে একটি বড় সাফল্য। বাজারের দুর্বল চাহিদা এবং পরিবর্তনশীল খরচ অত্যাধিক বৃদ্ধির জন্য, ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকের ক্ষেত্রে বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেডের সিমেন্ট বিভাগের মুনাফা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। টন প্রতি উৎপাদনে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি খরচ প্রতি বছরে ৩৯শতাংশ এবং ক্রমানুসারে ২০শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিমেন্ট বিভাগের জন্য টন প্রতি ইডিবেটা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৩৬শতাংশ কমেছে, অর্থাৎ ৯৯২ টাকা থেকে কমে হয়েছে ৬৩৮ টাকা। এই ক্রমবর্ধমান পণ্য মূল্যের প্রভাব কমাবার লক্ষ্যে কোম্পানি নানা ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে ক্যাপটিভ কয়লা খনির উল্লেখযোগ্য স্কেলিং। ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে কয়লা উৎপাদন ৪শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয় কমাবার জন্য, কোম্পানির বৃহত্তম প্ল্যান্ট থেকে কন্টেনারে ফ্লাই অ্যাশ-এর পরিবহন বাড়ানো হয়েছে। সংস্থার বন্টন খরচ সন্তুষ্টে পড়েছিল ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়াতে। বন্টন খরচ যথাযথ করবার জন্য কিছু কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, যার ফলে ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে বন্টনের খরচ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেড়েছে মাত্র ৩শতাংশ । সেই সঙ্গে, কোম্পানি উল্লেখযোগ্যভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমিয়েই চলেছে। ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে পুনরনবিকরণ বিদ্যুৎ ব্যবহারের ভাগ বেড়ে হয়েছে ২৩ শতাংশ , যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ২০ শতাংশ।

অর্থাৎ, ৯ মাস মেয়াদে, ডিসেম্বর পর্যন্ত নবায়নযোগ্য সম্পদ ছিল ২২ শতাংশ , যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ১৯শতাংশ । কেবল সিমেন্ট ডিভিশনের ক্ষেত্রে। চাহিদার নিরিখে এবং গ্রামীণ পরিকাঠামোগত ভিত্তিতে উত্তরাঞ্চলে, অন্যদের তুলনায় কোম্পানি নানা ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিক্রয় কয়লা খনির উল্লেখযোগ্য স্কেলিং। ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে কয়লা উৎপাদন ৪শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যয় কমাবার জন্য, কোম্পানির বৃহত্তম প্ল্যান্ট থেকে কন্টেনারে ফ্লাই অ্যাশ-এর পরিবহন বাড়ানো হয়েছে। সংস্থার বন্টন খরচ সন্তুষ্টে পড়েছিল ডিজেলের দাম বেড়ে যাওয়াতে। বন্টন খরচ যথাযথ করবার জন্য কিছু কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, যার ফলে ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে বন্টনের খরচ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেড়েছে মাত্র ৩শতাংশ । সেই সঙ্গে, যেটি, সেখানেও সিমেন্টের চাহিদা ছিল কম। তা সত্ত্বেও, কোম্পানি ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে এই অঞ্চলে বাজারের অংশীদারিত্বের উন্নতি করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীণ পরিকাঠামোগত দুর্বলতা এবং অমৌসুমি বৃষ্টিপাত এবং আবাসন খাতের চাহিদা হ্রাসের কারণে, প্রিমিয়াম সিমেন্টের বিক্রয় ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে নেমে আসে ৫০শতাংশ -এ। যা পূর্ববর্তী বছর ছিল ৫৩ শতাংশ । ডিসেম্বর শেষ পর্যন্ত ৯ মাস সময়কালে, মুক্ত ক্রেতা এবং কোম্পানির প্রিমিয়াম সিমেন্ট বিক্রয়ের হার বিগত বছরের ৪৮ শতাংশ থেকে বেড়ে হয় ৫১শতাংশ । এটি সম্ভব হয়েছিল মূলত কোম্পানির শক্তিশালী বিপণন উদ্যোগের জন্য। বিড়লা কর্পোরেশন লিমিটেডের সামগ্রিক বিক্রয়ে ব্লেণ্ডেড সিমেন্টের অংশ বছরে ৯১শতাংশ থেকে ৮৮ শতাংশ -এ নেমে আসে। কারণ ডিসেম্বর ত্রৈমাসিকে বিক্রির উচ্চ অনুপাত পরিকাঠামো খাতে তৈরি হয়েছিল, যা বেশিরভাগই অর্ডিনারি পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ব্যবহার করে। তা সত্ত্বেও, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯ মাস ধরে, কোম্পানি তার মিশ্রিত সিমেন্টের বিক্রয় ৯০শতাংশ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আত্মনির্ভর মহিলা এবং কন্যাদের ছাড়া, ভারত কখনোই আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে না : লক্ষ্মী এম পুরি

কলকাতা : আত্মনির্ভর মহিলা এবং কন্যাদের ছাড়া ভারত কখনোই আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে না। ভারত যে বিপুল জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে, বিশ্বে লিঙ্গ সাম্য আনার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সমস্ত সম্ভবনার বীজটুকু এখানে লুকিয়ে আছে। মহিলা এবং কন্যাদের যদি শিক্ষা,দক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর করে গড়ে তোলা যায় যাতে তারা সমস্ত কিছু করার বা সবকিছু হওয়ার মতো আত্মবিশ্বাস লাভ করে তবে তা সরকার সমাজ অর্থনীতি দেশ এবং সর্বোপরি মানবজাতির ক্ষেত্রেও লাভজনক হবে। বললেন শ্রীমতি লক্ষ্মী এম পুরি।

প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশন এবং এডুকেশন ফর অল ট্রাস্টের উদ্যোগে মুসকান সিরিজের ক্ষ্মএম্পাওয়ারিং গার্লস ফর এ বেটার ট্রুমোরোক্ষ্ম শীর্ষক এক ভার্চুয়াল সমাবেশে নিজের ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। শ্রীমতি লক্ষ্মী এম পুরি একজন প্রাক্তন আই এফ এস অফিসার এবং রাষ্ট্রদূত যিনি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিভাগ, আনসিটিএডি' এ অধিকর্তা হিসেবে ১৫ বছর কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি জাতিসংঘের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নিযুক্ত থাকার পাশাপাশি আনউইমেন এর প্রতিষ্ঠাতা উপ অধিকর্তা হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। শ্রীমতি পুরি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ এর মাননীয় সদস্য এবং মর্যাদাসম্পন্ন এলিনোর রুজভেলট প্রাইজ ফর হিউম্যান রাইটস পুরস্কার বিজয়ী শ্রীমতি পুরি ছিলেন মুসকান ভার্চুয়াল সেশনের অতিথি বক্তা যেখানে সারাদেশ থেকে বিভিন্ন স্কুলের অধ্যক্ষ, পড়ুয়া, শিক্ষক,প্রশিক্ষক এবং অভিভাবকেরা যোগদান করেন। কলকাতা সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জন বাগুল আলোচনা সভার সূচনা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পিকএসএফ স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম অ্যাডভাইজার শ্রীমতি সুমিত্রা রায়। শ্রীমতি পুরি আরও বলেন, ক্ষ্মসমস্ত মেয়েদের আমি এই বার্তা দিতে চাই যে তোমাদের সকলকে এস ডি জি'র ক্রমউন্নয়নের লক্ষ্যে পথপ্রদর্শক হিসেবে নিজেদের তৈরি করতে হবে। এটাকেই নিজেদের জীবনের মূলমন্ত্র পরিণত করো। মনে রাখতে হবে চারিটি বিগিনস্ আটি হোমের মত মহিলাদের সশক্তিকরণ এবং লিঙ্গ সাম্যের এই লক্ষ্যকে পূরণ করতে হলে কাজ শুরু করতে হবে নিজের ঘর থেকে।ক্ষ্মনারীবাদী সামাজিক রাজনৈতিক কর্মী প্লোরিয়া স্টেইনহেমকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন,তোমাদের প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ বার বিদ্রোহ করতে হবে, সর্বদা এবং সর্বত্র এটাই করতে হবে।

নিজেদের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করতে তোমাদের সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে এবং সমাজে লিঙ্গ সাম্য প্রচার করে অন্যদেরকেও নিজেদের বিশ্বাস এবং উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থাশীল করে তুলতে হবে। লিঙ্গ সাম্যের দাবি তুলে নিজেরা নিজেদেরকে আদর্শ এবং পরিবর্তনের কান্ডারী তৈরি করো।ক্ষ্ম জাতিসংঘের ক্রমোন্নয়ন কর্মসূচির কিছু মূল ভাবনা তুলে ধরে শ্রীমতি পুরি বলেন, ক্ষ্মলিঙ্গ সাম্য এই শতাব্দীতে মানব জাতির স্বার্থে জাতিসংঘের গৃহীত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এই প্রকল্পের মূল ভাবনা পুরুষ এবং মহিলাদের সমান অধিকার এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করা। যখন এই উদ্দেশ্য সাধিত হবে তখন লিঙ্গ বৈষম্যের কোন সমস্যা আর তৈরি হবে না।ক্ষ্মতরুণ শ্রোতাদের শ্রীমতি পুরি দ্রুত নিজেদের শিক্ষা সম্পন্ন করে লিঙ্গ সাম্যের পক্ষে সবার করার উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন,ক্ষ্মডিজিটাল বিপ্লব এবং ফ্রেঞ্চ ৪.০র সুযোগ নিয়ে তৈরি হও যাকে আনউইমেন এর ভাষায় বলে জেনারেশন ইকুয়ালিটি। এই বিশ্বাকে অধিকার ও সাম্যের ভিত্তিতে সমান ভাগে ভাগ করার পথিকৃৎ হোক তোমাদের প্রজন্ম। ছেলেদের প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে পুরুষতান্ত্রিকতার বিষাক্ত এবং অগ্রাসি ভাবনা থেকে মুক্ত করে লিঙ্গ সাম্যের অমৃত পান করাতে হবে।ক্ষ্মমুসকান কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন পাঠ্যক্রম, কর্মশালা এবং ওয়েবিনারের মাধ্যমে শিশুদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারা ভারত জুড়ে কাজ চলছে। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সংস্কৃতি এবং প্রপদী সাহিত্যের জনপ্রিয়তা বাড়ানো মুসকানের অন্যতম লক্ষ্য। টিউশন এবং কোচিং ক্লাস, লেখাপড়ার বিভিন্ন সরঞ্জাম এবং পুষ্টিকর খাদ্য ও প্রাথমিক পরিচ্ছন্নতার জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র সরবরাহের মাধ্যমে মুসকান দুস্থ এবং প্রান্তিক পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়াতে উদ্যোগী হয়েছে।

ভলভো কার ও নর্থভোল্ট সুইডেনের গোথেনবার্গে নতুন ব্যাটারি প্ল্যান্ট

কলকাতা, ১০ ফেব্রুয়ারি :ভলভো কারস এবং নর্থভোল্ট একটি নতুন ব্যাটারি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সুইডেনের গোথেনবার্গকে বেছে নিয়েছে যা ২০২৫ সালে কাজ শুরু করবে; ৩, ০০০ পর্যন্ত কর্মসংস্থান তৈরি করবে এবং পরিকল্পিত গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের পরিপূরক করবে যা উভয় কোম্পানিই প্রায় ৩০ বিলিয়ন এস ই কে বিনিয়োগের অংশ হিসাবে ডিসেম্বরে ঘোষণা করেছিল।নতুন প্ল্যান্ট এবং নর্থভোল্টের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উল্লেখযোগ্যভাবে ভলভো কারের বিদ্যুতায়ন কৌশলকে শক্তিশালী করবে কারণ কোম্পানির লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে শুধুমাত্র সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরি এবং বিক্রি করা।প্ল্যান্টের নির্মাণ কাজ ২০২৩ সালে শুরু হবে এবং এটি অত্যাধুনিক ব্যাটারি সেল তৈরি করবে, বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্মের বিশুদ্ধ বৈদ্যুতিক ভলভো এবং পোলেস্টার গাড়িতে ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হবে। প্ল্যান্টটির সম্ভাব্য বার্ষিক সেল উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ গিগাওয়াট ঘন্টা পর্যন্ত থাকবে, যা প্রতি বছর প্রায় অর্ধ মিলিয়ন গাড়ির জন্য ব্যাটারি সরবরাহ করবে।

কাঁকুড়গাছিতে ১৪তম স্টোর খুলল এলজি

কলকাতা, ৮ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ভোক্তা টেকসই শিল্পে খুচরা বিক্রেতার মান পুনঃসংজ্ঞায়িত করার প্রতিশ্রুতি অব্যাহত রেখে, এলজি ইলেকট্রনিক্স কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে তাদের ১৪তম সেরা দোকান খুলেছে। দেশের খুচরো পরিবেশের বর্তমান চ্যালেঞ্জিং চাহিদা মেটাতে ডিজাইন করা, এই নতুন সেরা দোকানটি উদ্বোধন করেন জনাব আরিফ এ খান, আঞ্চলিক ব্যবসা প্রধান- পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্ব, এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়া।এলজি বেস্ট শপের লক্ষ্য হল আজকের অত্যাধুনিক বাজারের কেনাকাটার অভিজ্ঞতাকে উন্নত করা এবং এটি একটি পরিবারের সকল ডিজিটাল লাইফস্টাইল চাহিদার জন্য ওয়ান-স্টপ-শপ হিসেবে কাজ করবে।

একটি দায়িত্বশীল ব্র্যান্ড হিসাবে এলজি বর্তমান মহামারী কোভিড-১৯ এর পরিপ্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যবিধি মান বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য সারা ভারতে তার সেরা দোকানগুলির জন্য নির্দেশিকা একত্রিত করেছে। নির্দেশিকাগুলির মধ্যে কর্মীদের দ্বারা মুখোশ এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজারের বাধ্যতামূলক ব্যবহার এবং সেইসাথে প্রতি ঘন্টায় পণ্য এবং দোকান পরিষ্কার করা অন্তর্ভুক্ত যাতে নিরাপদ পরিবেশ বজায় থাকে।অনুষ্ঠানে বক্তৃতায়, আরিফ এ খান, আঞ্চলিক বিজনেস হেড- পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর পূর্ব, এলজি ইলেকট্রনিক্স ইন্ডিয়া বলেন, ''আমাদের প্রচেষ্টা ছিল এমন একটি স্টোর তৈরি করা যা শুধু আলাদা নয়, এলজি ব্র্যান্ডের মানও তুলে ধরবে। . আমাদের খুচরা কৌশল হল প্রচলিত ইলেকট্রনিক্স বাজারে উপস্থিত না হয়ে আমাদের গ্রাহকরা যেখানে আছেন সেখানে থাকা। এলজি বেস্ট শপকে চূড়ান্ত খুচরা বিক্রেতার অভিজ্ঞতা হিসাবে ধারণা করা হয়েছে যা উদ্ভাবন, গুণমান এবং শ্রেষ্ঠত্বের আন্তর্জাতিক চিত্রের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করে। এই স্টোরগুলির সাথে কলকাতায় সেরা দোকানের মোট সংখ্যা এখন ১৪ টি''।এলজি বেস্ট শপ ধারণাটি এলজি পরিচয়ের সাথে যোগাযোগ করার জন্য একটি খুচারিফর্ম তৈরি করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল শুধু প্রয়োচনা ক্রেতাকে আকৃষ্ট করা নয়, এলজি পণ্যের পরিচয় তুলে ধরার সময় আউটলেটে ইন্টারঅ্যাকটিভিটির একটি উপাদানও চালু করা। শোরুমগুলি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে গ্রাহকরা উৎসবের মতো পিক সিজনেও আরামে কেনাকাটা করতে পারেন। ডেভিকেটেড সার্ভিস হেল্প ডেস্কের মতো বেশ কিছু মূল্য সংযোজন পরিষেবা রয়েছে, যা সামগ্রিক কেনাকটার অভিজ্ঞতাকে বাড়িয়ে তুলবে।

সিদ্ধা ভেঞ্চার্স লিমিটেড

CIN : L67120WB1991PLC053646, রেজি. অফিস : সেরিয়া হাউস, ২৩/২৪ রাধা বাজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
Phone No. : +91 33 2242 9199/5355, Fax : +91 33 2242 8667, email : response@siddhaventures.com

৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের এবং বছরের একক ও একত্রিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং:	বিবরণ	একক						একত্রিত					
		সমাপ্ত তিন মাস			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত তিন মাস			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বছর
		৩১.১২.২১	৩০.০৯.২১	৩১.১২.২০	৩১.১২.২১	৩১.১২.২০	৩১.০৩.২১	৩১.১২.২১	৩০.০৯.২১	৩১.১২.২০	৩১.১২.২১	৩১.১২.২০	৩১.০৩.২১
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	রাজস্ব থেকে আয়				০.০২১						০.০২১		
২.	অন্যান্য আয়	০.০১০	-	০.০২১	০.০৪১		১৫.৪০০	০.০১০	-	০.০২১	০.০৪১		১৫.৪০০
৩.	মোট আয় (১+২)	০.০১০		০.০২১	০.০৪১	০.০৪১	১৫.৪৩৭	০.০১০		০.০২১	০.০৪১	০.০৪১	১৫.৪৩৭
৪.	ব্যয়												
	(ক) স্টক মার্কেট ব্যবহার (স্পোর)			-			(২৫১.৪৭৭)	-					(২৫১.৪৭৭)
	(খ) মজুত পণ্য ক্রয়			-			-	-					-
	(গ) উন্নয়ন পরিবর্তন			-			-	-					-
	(ঘ) কর্মীদের সুবিধাদি ব্যয়	০.১৫৭	০.১২৭	০.১১১	১.০৬৮	১.৭৩৬	৫.২০৪	০.১৫৭	০.১২৭	০.১১১	১.০৬৮	১.৭৩৬	৫.২০৪
	(ঙ) অবচয় ব্যয়			-			-						-
	(চ) অন্যান্য ব্যয়			-			-						-
	(ছ) অন্যান্য ব্যয়	০.৬৬৭	০.৫৪৪	৪.৪১৭	১.৭১৪	৩.৬৬৭	৮.২১১	০.৬৭০	০.৫৪৪	৪.৪১১	১.৭৬৬	৮.২১৯	১.১১০
	মোট ব্যয়	১.৬২৪	১.৪৭১	৫.৪৪৯	২.৪৪১	৮.৪৮৯	(২৩৮.১৪৭)	১.৯২৪	১.৪৭১	৫.৪৭০	২.৪৬৯	৮.৭৭৬	(২৩৮.১৪৭)
৫.	লাভ/(ক্ষতি) করছাড়ের নিগরে এবং কর (৩-৪)	(১.৬০৪)	(১.৪৭১)	(৫.৪২৮)	(২.৪২১)	(৮.৪৭৬)	২৫২.১৯৮	(১.৮৬৭)	(১.৪৭১)	(৫.৪৪৯)	(২.৪৪৮)	(৮.৫৩৪)	২৫১.৯৮৪
৬.	করছাড়ের নিগরসমূহ												
৭.	লাভ/(ক্ষতি) করের পূর্বে (৫+৬)	(১.৬০৪)	(১.৪৭১)	(৫.৪২৮)	(২.৪২১)	(৮.৪৭৬)	২৫২.১৯৮	(১.৮৬৭)	(১.৪৭১)	(৫.৪৪৯)	(২.৪৪৮)	(৮.৫৩৪)	২৫১.৯৮৪
৮.	কর ব্যয়												
	(ক) চলতি কর			-			-						-
	(খ) বিলম্বিত কর			-			-						-
	(গ) আয়কর পূর্বগামী বছরের			-			-						-
৯.	লাভ সমন্বয়কালীন (৭-৮)	(১.৬০৪)	(১.৪৭১)	(৫.৪২৮)	(২.৪২১)	(৮.৪৭৬)	২৫২.১৯৮	(১.৮৬৭)	(১.৪৭১)	(৫.৪৪৯)	(২.৪৪৮)	(৮.৫৩৪)	২৫১.৯৮৪
১০.	অন্যান্য ব্যাপক আয়												(১,৫০০)
	(ক) (i) লাভ অথবা অর্থিক পুনর্গঠনের সোপোর প্রাপ্তি			-			-						(২,৪০০)
	(ii) আয়কর সম্পর্কিত বিষয় লাভ অথবা অর্থিক বিনিয়োগে সোপোর প্রাপ্তি			-			-						
	(খ) (i) লাভ অথবা অর্থিক পুনর্গঠনের সোপোর প্রাপ্তে			-			-						
	(ii) আয়কর সম্পর্কিত বিষয় লাভ অথবা অর্থিক বিনিয়োগে সোপোর প্রাপ্তে			-			-						
১১.	মোট তুলনীয় আয় (৯+১০)	(১.৬০৪)	(১.৪৭১)	(৫.৪২৮)	(২.৪২১)	(৮.৪৭৬)	২৫২.১৯৮	(১.৮৬৭)	(১.৪৭১)	(৫.৪৪৯)	(২.৪৪৮)	(৮.৫৩৪)	২৫১.৪৮৪
১২.	অনিয়ন্ত্রিত সূত্র			-			-	০.০০০	০.০০১	০.০০১		০.০০৪	০.০৫১
১৩.	নিট লাভ/ক্ষতি করের পূর্বে এবং অনিয়ন্ত্রিত সূত্র	(১.৬০৪)	(১.৪৭১)	(৫.৪২৮)	(২.৪২১)	(৮.৪৭৬)	২৫২.১৯৮	(১.৮৬৭)	(১.৪৭১)	(৫.৪৪৯)	(২.৪৪৮)	(৮.৫৩৪)	২৫১.৪৩৪
১৪.	অন্যান্যের ইক্যুইটী পোয়ার ক্রমান্বয় (সোয়ার পোয়ার প্রত্যেকটির মূল্য ১০/-)	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮	৯৯৯.৮৮৮
১৫.	শোয়ার প্রতি লাভ/ক্ষতি (ইপিএস) (টাকায়)												
	(ক) শোয়ার প্রতি আয় অর্থিকাবী বিশিষ্টের পূর্বে (মূল্য ও মিশ্র)	(০.০১৫)	(০.০১৫)	(০.০১৫)	(০.০১৫)	(০.০৩৪)	(০.১১৫)	২.৫১৬	(০.০১৫)	(০.০১৫)	(০.০১৫)	(০.০৩৩)	(০.১১৭)	২.৫১৬
	(খ) শোয়ার প্রতি আয় অর্থিকাবী বিশিষ্টের পরে (মূল্য ও মিশ্র)	(০.০১৫)	(০.০১৫)	(০.০১৫)	(০.০১৫)	(০.০৩৪)	(০.১১৫)	২.৫১৬	(০.০১৫)	(০.০১৫)	(০.০১৫)	(০.০৩৩)	(০.১১৭)	২.৫১৬

দ্রষ্টব্য :
১. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী নিরীক্ষণ করা হয়েছে ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এর নিয়মানুসারে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩৩ ধারা এর সঙ্গে পঠনীয় কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড) রুলস ২০১৫ এর সংশোধিত এবং রেফ্রেশড ৪৪ তম সেবি (মেরিটাল ও পাবলিকার ডিসক্লোর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর মধ্যে পঠনীয় সেবি মাননুসার তারিখ জুলাই ৫, ২০১৬ যা কোম্পানির বিবিধ নিরীক্ষক কমিটি দ্বারা "অডিক্বয়ারে পর্যালোচিত" এবং ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালকবর্গের সভায় গৃহীত।
২. উপরিউক্ত ফলাফল ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে পরিচালকবর্গের সভায় গৃহীত ও নিরীক্ষক কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত।
৩. উপরিউক্ত ফলাফল ৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে অর্থিক অডিট করানোহয়েছে।
৪. স্টেটাটরিক্ষি ফলাফল প্রয়োজন মত রাখার জন্য পুনর্গঠন করা হয়েছে।
৫. পূর্ববর্তী বছরের অর্থিক/সময়ের প্রয়োজনানুসারে পুনর্নিক্ষিত ও পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

দে.কে. প্রসাদ আচার্য আসোসিয়েটস
চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস
FRN No. 322223E

কৃষ্ণ কুমার ঢালানি, এসসিএস
অংশীদার
Membership No. 056045

সিদ্ধা ভেঞ্চার্স লিমিটেড-এরপক্ষে
নিরঞ্জন সেরিয়া
ডিরেক্টর
DIN: 00038970

সুবর্ণ প্ল্যান্টেশন অ্যান্ড ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড

CIN:L15491WB1976PLC030559
রেজিস্টার্ড অফিস : 'টেম্পল চেম্বারস্' ৬, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন নং:০৩৩২২৩০-৭৩৭৬/২২৪৮-৩৮৫৪, E-mail: sptd1976@yahoo.com, Website : www.subarnaplantation.com

৩১ ডিসেম্বর ২০২১ সমাপ্ত নয় মাসের অনরিক্ষিত একক আর্থিক ফলাফল বিবরণী (লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস			সমাপ্ত নয় মাস		সমাপ্ত বছর
		৩১.১২.২০২১	৩০.০৯.২০২১	৩১.১২.২০২০	৩১.১২.২০২১	৩১.১২.২০২০	৩১.০৩.২০২১
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয় কাজের থেকে	০.৫৫	০.০০	০.০০	০.৫৫	০.০০	০.০০
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন (করের পূর্বে ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতিরিক্ত বিষয়সমূহ)	(২.৯৪)	(২.৮৫)	(৩.১৫)	(৮.৯২)	(৮.১০)	(১৫.৮৩)
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতিরিক্ত বিষয় সমূহের পরে)	(২.৯৪)	(২.৮৫)	(৩.১৫)	(৮.৯২)	(৮.১০)	(১৫.৮৩)
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতিরিক্ত বিষয় সমূহের পরে)	(২.১৮)	(২.১১)	(৩.১৫)	(৬.৬০)	(৮.১০)	(১০.৭২)
৫.	মোট তুলনীয় আয় সময়কালীন (তুলনীয় লাভ/ক্ষতি) হিসাব সময়কালীন করের পরে এবং তুলনিয় আয় (করের পরে)	(২.১৮)	২৪.৭৫	(৪.৬২)	১৬১.১১	১৫৫.৩৫	৩৪৭.৮৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি মূল্য ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়)						
	(ক) মূল :	(১.০৯)	(১.০৬)	(২.৫৮)	(৩.৩০)	(৪.০৫)	(৫.৩৬)
	(খ) মিশ্র :	(১.০৯)	(১.০৬)	(২.৫৮)	(৩.৩০)	(৪.০৫)	(৫.৩৬)

দ্রষ্টব্য :
১. উপরিউক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্টক এক্সচেঞ্জের অধীনে রেগুলেশন ৩৩ অনু সেবি (ক্ষেত্রীয় নয় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়েছে। উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী খাগড়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse.india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট : www.subarnaplantation.com-এ।
২. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী নিরীক্ষ